25 DEC 1992

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 DEC 1992 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বর্তমান সরকারের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বাংলাদেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর প্রায় ছয়শ' কলেজ সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এসব কলেজের ডিগ্রী পাস, সাবসিডিয়ারী, সম্মান ও মাস্টার ডিগ্রী (প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল)-এর সকল পরীক্ষা ১৯৯৩ সন থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে গৃহীত হবে।

নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় নামের সাথে সংগতি রেখে একটি আদর্শ ও জাতীয় ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠুক— দেশবাসী এটাই আশা করে। কিন্তু যেভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সূচনালগ্ন থেকে কার্যকলাপ শুরু হয়েছে তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে যাঁরা থাকবেন স্বভাবতঃ তাঁরা হবেন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও শিক্ষাঙ্গনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু চিরাচরিত রীতি-নীতি লংঘন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মচারীদের যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে তাকে কোনমতেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিক বলা যায় না। প্রচলিত নিয়মে পত্রিকায় যথাযথ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও একটি ফাউণ্ডেশনের একজন কর্মকর্তা ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রার এবং একটি শিক্ষা বোর্ডের একজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে কোনরূপ বিজ্ঞাপন ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মে নিয়োজিত আছেন তাঁদের সকল কাজকর্ম নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই স্বভাবতঃ দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করলে একদিকে যেমন এসব কর্মচারীর কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা থাকবে না, অপরদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করে উপযুক্ত, সঠিক ও বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি।

——জি, এম, এ, ছোবহান

পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রের সীল প্রসংগে

পরীক্ষার্থী তার নিজের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও কেন্দ্রের নাম পরীক্ষার উত্তরপত্রে লিখতে পারবে না—উপর থেকে এটাই আদেশ। উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ—পরীক্ষার্থীর পরিচিতি গোপন রাখা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষরাই উত্তরপত্রে কেন্দ্রের সীল সই মেরে আইনটা ভঙ্গ করে বসেন। এদিকে শুনতে কেমন হলেও সত্যি যে, আমাদের শিক্ষক মহলে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। যেমন, ক্যাডেট কলেজের ব্যাপারে সবাই এক কথায় উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এমনকি, ক্যাডেট কলেজের খাতা দেখলে কোন কোন পরীক্ষকের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে থাকে। অনুরূপভাবে অখ্যাত কেন্দ্রের খাতা দেখে প্রথমেই পরীক্ষক নীচু ধারণা করে বসে থাকেন। সুতরাং মস্তিষ্কে ধারণার এই বিচিত্রতা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না বলেই আমরা মনে করি। তাই উত্তরপত্রে কেন্দ্রের সীল মারার এই পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমাদের বিনীত মতামত। এর থেকে বরং বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক এক কেন্দ্রের জন্য এক এক কোড নং (যেমন A-250753, D- 309349 ইত্যাদি) এর ব্যবস্থা করতে পারেন, যা হবে সর্বসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকম। আর যারা বোর্ড থেকে খাতা ডেলিভারির তত্ত্বাবধায়ক তাদের কাছেও এই কোড নাম্বার গোপন রাখতে হবে যাতে এদের সাথে দুষ্টমতি পরীক্ষার্থীদের দুঃখজনক সম্পর্ক না স্থাপন হতে পারে। এভাবেই কর্তৃপক্ষের উপরি উক্ত মূল উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, আমাদের সব রকম প্রভাবমুক্ত ও সঠিক মূল্যায়নের স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি গভীর আগ্রহ ভরে ভেবে দেখবেন বলে আমাদের আকুল প্রত্যাশা।

মোঃ মাসুদুল আলম, বিশু

ডিপার্টমেন্টভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হোক

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও সেশন জট সমস্যা দেখা দিয়েছে অত্যন্ত প্রকটভাবে। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগে এখন ছয় বছর। এটা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং সচেতন মহল এ ব্যাপারে কতটুকু চিন্তা-ভাবনা করছেন তা আমাদের জানা নেই। তবে মনে হয় সেশন জট সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক জটিলতাই প্রধান অন্তরায়। এ সমস্যা সমাধানে কোর্সভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির চেয়ে সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। আবার সব ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা একই সাথে না নিয়ে বিবিএ-এর মত প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব সেই ডিপার্টমেন্টের উপরই দেয়া যেতে পারে। তার ফলে কোন ডিপার্টমেন্টের কোর্স শেষ হলেই তাদের পরীক্ষা নিয়ে নিতে পারবে। অন্য ডিপার্টমেন্টের কোর্স শেষ হবার জন্য হাত-পা, গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান সময়ও নষ্ট হবে না। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

—দেলোয়ার/শামীম